بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা সমাপ্ত করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৬,১০০ এর অধিক অংশগ্রহণকারীদের এক সমাবেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

"প্রত্যেক আহমদী মুসলিমকে সন্দেহ পোষণকারী এবং সংশয় প্রকাশকারীদের নিকট প্রমাণ করে করে দিতে হবে যে খোদাতা'লা বিদ্যমান এবং তিনি এক জীবন্ত খোদা এবং ইসলাম তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ চূড়ান্ত ধর্ম"

- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলিফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.), যুক্তরাজ্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (আহমদীয়া মুসলিম যুব সংঘের) তিন দিনব্যাপী জাতীয় ইজতেমা (বার্ষিক সম্মেলন) এর সমাপনীতে এক ঈমানোদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন।

তৃতীয়বারের মতো কিংসলির কান্ট্রি মার্কেটে অনুষ্ঠিত ইজতেমার উদ্দেশ্যসমূহ ছিল মুসলিম যুবকদের ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা এবং তাদেরকে তাদের ধর্ম এবং দেশের সেবায় যথাসাধ্য নিবেদিত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

এ বছরের ইজতেমার থিম ছিল *'খোদাতা'লার অস্তিত্ব'*। সমাপনী ভাষণে সম্মানিত হুযূর বিস্তারিতভাবে নিজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়ার গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করেন।

ইজতেমার ন্যায় ধর্মীয় সমাবেশের প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের জলসা এবং ইজতেমাসমূহ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য এই যে, সকল অংশগ্রহণকারী যেন সমবেত হয়ে নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানকে উন্নত করতে পারেন এবং তাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন এবং অনুধাবন করতে পারেন যে তাদের সর্বদা নিজেদের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইজতেমায় অংশগ্রহণের ফলে সকল অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ আল্লাহতা'লার সাথে তাদের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবীর প্রতি নিবদ্ধ হওয়া উচিত।"

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার জন্য যে মূলমন্ত্র নির্ধারণ করেছিলেন *'যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না'* - এ সম্পর্কে সম্মানিত হুযূর গভীর আলোচনা করেন।

এই গভীর অর্থবহ উদ্ধৃতিটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এই শ্লোগান কেবল মুখে বারবার উচ্চারণ করা বা পোস্টারে ও ব্যাজে ছাপানো যথেষ্ট নয়, বরং আপনাদেরকে এই গভীর তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কথাগুলোর প্রকৃত অর্থ এবং অন্তর্নিহিত দর্শন অনুধাবন করতে হবে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের দ্বিতীয় খলিফা এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে যুব সংগঠনের জন্য এই স্লোগান নির্ধারিত করেছিলেন যে, যুবকদের জন্য দুনিয়াবী শিক্ষার্জন কেবল নয় বরং, এর উর্ধ্বে গিয়ে এবং একে ছাড়িয়ে, খোদাতা’লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক সর্বদা গড়ে তোলার গুরুত্ব কতখানি।”

সম্মানিত হুযূর সমাবেশকে বুঝিয়ে বলেন যে, এ মন্ত্রের উপর যদি আমল করা হয় তবে এটি

"জামা'তের সফলতা ও চিরন্তন সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা প্রদানকারী হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এ কথাগুলো এ বিষয়ের উপর পুনরায় জোর দেয় এবং স্মরণ করায় যে আমাদের জামা'তের এবং আমাদের দেশের সফলতা সরাসরি যুবকদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদি প্রত্যেক খাদেম (যুবক সদস্য) এ বিষয়ে মনোযোগী হয় তবে এটি তাকে খোদাতা'লার আদেশাবলী পালন করার এবং অনৈতিকতা ও পাপ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করবে।"

সম্মানিত হুযূর জোর দেন যে, বৃহত্তর পরিসরে বিশ্বের সংশোধনের প্রয়াসের পূর্বে ব্যক্তিগত সংশোধন অত্যাবশ্যক, নতুবা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্লোগানটি

"সমাজের কল্যাণ সাধনের এর পরিবর্তে বৃথা ও অর্থহীন শব্দে পরিপূর্ণ একটি কৃত্রিম মন্ত্রে"

পরিণত হবে।

সম্মানিত হুযূর আলোচনা করেন কিভাবে মানুষ বড় সংখ্যায় ধর্মকে পরিত্যাগ করছে, এবং সাধারণভাবে, আল্লাহতালার অস্তিত্বে অবিশ্বাসকে বরণ করে নিচ্ছে।

সম্মানিত হুযূর যারা আল্লাহতা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাদের প্রশ্ন ও যুক্তিসমূহের উত্তর প্রদানে আহমদী মুসলিম যুবকদেরকে যে ভূমিকা রাখতে হবে তার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

"প্রত্যেক আহমদী মুসলিমকে সন্দেহ পোষণকারী এবং সংশয় প্রকাশকারীদের নিকট প্রমাণ করে করে দিতে হবে যে খোদাতা'লা বিদ্যমান এবং তিনি এক জীবন্ত খোদা এবং ইসলাম তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ চূড়ান্ত ধর্ম"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“এ প্রয়াসে আপনাদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখবেন না বা এই বাণী পৌঁছানোকে অন্যদের কাজ মনে করবেন না। নিশ্চিতভাবে, আহমদী মুসলিম যুব সমাজকে এ প্রয়াসে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং আমাদের সময়ের এই মহান চ্যালেঞ্জকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।”

সম্মানিত হুযূর এর পরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবাদের আত্মত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকতার মান তুলে ধরেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবাগণ সেই সম্মানিত জনগোষ্ঠী যাদের সম্পর্কে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তাঁরা কেবল তাদের ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকারই করেন নি, বরং আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাঁরা সেই অঙ্গীকারকে সর্বাধিক বিস্ময়কর ভাবে পূর্ণ করেছেন। তারা তাদের অঙ্গীকার পূরণে কোন সুযোগ অপূর্ণ রাখেন নি এবং ধর্মের খাতিরে সর্বপ্রকার কুরবানী প্রদান করেছেন।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“এর ফলস্বরূপ, আল্লাহতা’লা তাদেরকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে অসাধারণ উন্নতির তৌফিক দান করেছেন ... একই সাথে, তিনি তাদেরকে দুনিয়াবী ক্ষেত্রেও কল্যাণমণ্ডিত করেছেন ... এমনভাবে যে, তাদের কেউ কেউ আজকের পরিভাষায় ‘কোটিপতি’-তে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু, সেই সম্পদ কখনো তাঁদেরকে তাঁদের ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যায় নি বা তাঁদেরকে পদস্খলিত করে নি।”

‘ইস্তেগফার’-এর দর্শন ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহতা’লার কাছে কেবল অতীত ভুলত্রুটি ও পাপ সমূহের জন্য ক্ষমা চাওয়া ইস্তেগফারের পদ্ধতি না। কেবল অতীতের দিকে নয় বরং ভবিষ্যতের দিকেও তাকানো উচিত। সুতরাং আপনাদের পূর্বের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়ার সময় ভবিষ্যতে এমন পাপ সমূহ থেকে দূরে থাকার জন্যও আপনাদেরকে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি কুর’আনের ভাষায় ‘আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো’ এ দোয়ার মাধ্যমে খোদাতালার সাহায্য চাওয়া উচিত।

এ বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এই দোয়া পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে এবং তাকওয়ার পথে থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে করা উচিত আর যে শয়তান আমাদেরকে আল্লাহতা’লার অসন্তুষ্টি ডেকে আনে এমন অবৈধ ও শঠতাপূর্ণ আচরণের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার দিকে সর্বদা প্রলুব্ধ করতে থাকে, তার আক্রমণসমূহকে অস্বীকার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে করা উচিত।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“অতএব প্রত্যেক আহমদী মুসলিমের - পুরুষ বা নারী, তরুণ বা বৃদ্ধ - মসীহ মাওউদ (আ.) এর উপর ঈমান আনার পর এবং ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকার করার পর, বারবার এই দোয়া করা উচিত যেন সঠিক হেদায়াতের পথে থাকতে পারেন।”

ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দেয়া প্রসঙ্গে সম্মানিত হুযূর উপস্থিত দর্শকশ্রোতাদের আজকের সমাজে বিদ্যমান বহুমুখী বিপদাবলী সম্পর্কে সতর্ক করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি মোটেই অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয় যে, এ যুগে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় সমাজ শয়তানী প্রভাবসমূহের দ্বারা প্লাবিত হয়ে আছে। তদুপরি, পর্নোগ্রাফি, মাদক, অনলাইন গেমিং, জুয়া, অনৈতিক ও অশোভন সম্পর্ক, নাইটক্লাবে যাওয়া এ সকল শয়তানী অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো কেবলই ক্ষতিকর এবং যেগুলো খোদাতা’লা নিকট হতে মানুষকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।”

সম্মানিত হুযূর আরো ব্যাখ্যা করেন যে, কেবলমাত্র খোদাতা’লার দিকে প্রকৃত নিষ্ঠার সাথে ঝুঁকার মাধ্যমেই নাজাত (মুক্তি) লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেন যে এমনকি খোদাতা’লার নবীগণও, তাদের পূত পবিত্র চরিত্র সত্ত্বেও খোদাতা’লার কাছে ক্ষমার জন্য দোয়ারত থেকেছেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদি মহান নবীগণেরও মুক্তির জন্য আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কীইবা বলা যেতে পারে? নিশ্চয় কেবলমাত্র প্রকৃত নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর দিকে ঝুঁকা এবং তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ যাচনা করার মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি সঠিক পথে থাকতে পারে।”

সম্মানিত হুযূর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের পরামর্শ দেন তারা যেন সমাজ জুড়ে আল্লাহতা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রচারে নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"(তারা যেন) সত্য সত্যই অনুধাবন করেন যে, তাদেরকে তদের জাতির সংশোধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আর এজন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম নিজেদের সংশোধন করতে হবে। আপনারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেই সকল সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত হন যারা সারা বিশ্বকে খোদাতা'লার তৌহিদের বিশ্বাসে একতাবদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

এরপর, সম্মানিত হুযূর এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তরুণ সদস্যগণ যেন তাদের ঈমানে দৃঢ় ও ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি আমার একান্ত হৃদয়-নিঙড়ানো দোয়া যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ও আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ যেন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন যারা তাদের ইসলামী মূল্যবোধকে লালন ও সংরক্ষণ করেন এবং অনুধাবন করেন যে, আহমদী মুসলমান হিসেবে তাদের মূল পরিচয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার উপরই তাদের প্রতিটি সফলতার ভিত্তি রচিত হবে।"

সম্মানিত হুযূর নিম্নের দোয়ার মাধ্যমে তাঁর ঈমানোদ্দীপক ভাষণের সমাপ্ত করেন:

"আমি দোয়া করি যেন আল্লাহতা'লা আপনাদের হৃদয়ে যেন মহত্ব ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আপনারা যেন সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান বজায় রেখে আপনাদের জীবন যাপন করেন। আপনারা আপনাদের জীবনের প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি ক্ষণে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহতা'লা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায়কারী হন। আমীন।"

ইজতেমায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ১৪০টির অধিক স্থানীয় শাখা (কিয়াদাত) থেকে ৬,১০০ এর অধিক আহমদী মুসলিম যুবক অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন খেলাধুলা ও জ্ঞানগত প্রতিযোগিতায় অংশ নেন, যার মধ্যে প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতায় সকলকে একাত্ম করার জন্য একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'দর্শক ভোট'।

সমবেত মুসলিম যুবকদের জন্য আরো একটি বিশেষ সুযোগ এবার ছিল যেখানে 'দি হাব'-এ গিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে একান্ত পরিবেশে তারা তাদের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন।